International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীর আত্মস্বর, প্রতিবাদী চেতনা ও স্বতন্ত্র কাব্যভুবন

পূর্বা শীল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণার মূল অভিপ্রায় মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীবাদী চেতনা, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। তাঁর কবিতায় নারীজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক বঞ্চনা, শোষণ, বৈষম্য ও অস্তিত্বসংকট বিশেষ তাৎপর্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাণের নারীচরিত্রের পুনর্বিন্যাস, প্রান্তিক নারীর জীবনসংগ্রামের শিল্পিত প্রকাশ এবং প্রচলিত কাব্যভাষা ও বাচনভঙ্গির নবনির্মাণের মধ্য দিয়ে কবি এক স্বতন্ত্র নারীকেন্দ্রিক কাব্যভুবন নির্মাণ করেছেন। তাঁর কবিতায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত পরিসর অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ও মানবিক মুক্তির প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। এই গবেষণায় মল্লিকা সেনগুপ্তের নির্বাচিত কবিতার আলোকে তাঁর প্রতিবাদী কাব্যসত্তা ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ-

নারীবাদী চেতনা,নারীসত্তা ও আত্মপরিচয়
পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য,প্রতিবাদী কাব্যস্বর
নারী-অস্তিত্বের সংকট,ইতিহাস ও পুরাণের পুনর্বিন্যাস,প্রান্তিক নারী
আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা,
কাব্যভাষা ও নান্দনিকতা।

মূল বিষয় -

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক অনুশাসনকে অস্বীকার করে মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর কবিতায় নারীর স্বাধীন চিন্তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। আবেগের প্রচলিত বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিষয়নির্ভর ও মননশীল কবিতার জগৎ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। নারীর নিজস্ব সত্তা ও স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা নারীবাদী দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। এই দর্শনের প্রভাব মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যভাষায় একদিকে যেমন প্রতিধ্বনিত হয়েছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়, অন্যদিকে তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর। এভাবে তার কবিতার ভুবন যেন আলো ও অন্ধকারের এক অপূর্ব যুগলবন্দীতে রূপায়িত হয়েছে।তাছাড়া অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের সামাজিক প্রেক্ষাপটের মেলবন্ধনে কবিতায় মানবিকতার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন সমাজবাস্তবতার নিরিখে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীর অদেখা, অজানা ও অনাবিষ্কৃত জগৎকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। স্বাভাবিক কথনরীতিকে অবলম্বন করে কবি সচেতনভাবে কবিতার পরিসরে নারীর বহুমাত্রিক উপস্থিতি তুলে ধরেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে কাব্যের বাচন প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। সমকালীন জীবনের রুক্ষ বাস্তবতায় কবির কল্পনার জগত ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ের সংশয়, ক্লান্তি, অবসাদ, গ্লানি ও হিংসার পরিবেশ তাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। মানুষের কাঁধে ভর করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা এবং সুখের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রবণতা কবির সংবেদনশীল

চেতনাকে পীড়িত করে। এই বাস্তবতার বিপরীতে কবি মানবিকতা সহমর্মিতা ও মূল্যবোধ নির্ভর এক সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখেন।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীর স্বতন্ত্র জীবনবয়ান অত্যন্ত স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে-

"আমার কবিতা অলক্ষ্মীদের
বেঁচে থাকবার সংজ্ঞা
কবিতা আমার বিশ্বায়নের মার্জার সরনিতে
কবিতা আমার সুন্দরবনে হেঁটে যায় মধু নিতে
আমার কবিতা মৈত্রী মিছিল
সমানাধিকার কর্মী
আমার কবিতা পথে পথে ঘোরে
অসুখ সর্দিগর্মি
আমার কবিতা ফুটপাত শিশু, গর্ভে নিহত কন্যা
কবিতা আমার বড় দুর্যোগ মহামারী ধ্বংস বন্যা।"
(আমার কবিতা আগুনের খোঁজে: ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে)

-এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। নারী অধিকার, সমানাধিকার, বিশ্বায়নের প্রভাব, দারিদ্র্য, শিশুর অসহায়ত্ব, ভ্রূণহত্যা, অসুস্থতা, মহামারি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো নানা সামাজিক সমস্যাই তাঁর কবিতার মূল বিষয়। অর্থাৎ, কবির কবিতা সমকালীন সমাজ ও মানবজীবনের বহুমুখী সংকটের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।তাঁর কবিতার প্রধান অভিপ্রায় কোনো বিশেষ মতাদর্শের প্রচার নয়; বরং সমাজের অন্তরালে চাপা পড়ে থাকা নারীর প্রকৃত মুখ, তার জীবনসংগ্রাম এবং অব্যক্ত অনুভূতিগুলিকে কাব্যিক অভিব্যক্তি প্রদান করা। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে যে সমস্ত নারী নিজেদের যন্ত্রণা, অপমান ও প্রতিবাদকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি, মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁদেরই কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। বিশেষত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মিত ইতিহাসে নারীর অবস্থান যেখানে প্রায়শই উপেক্ষিত, সেখানে তিনি সেই ইতিহাসের প্রচলিত পাঠকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং নারীর অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন।এই প্রসঙ্গে তাঁর 'পুরুষকে লেখা চিঠি' কবিতার 'রেডলাইট নাচ' অংশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে কবি সমাজের তথাকথিত সভ্যতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নারী নির্যাতন, যৌন শোষণ এবং বাল্যকাল থেকেই নারীর ওপর সংঘটিত পাশবিক অত্যাচারের নির্মম বাস্তবতাকে উন্মোচিত করেছেন। কবিতায় কথামানবীর কণ্ঠে শাবানা, বেহুলা ও দ্রৌপদীর মতো বিভিন্ন নারীচরিত্রের উপস্থিতি যেন ইতিহাস, পুরাণ এবং সমকালীন নারীজীবনের যন্ত্রণাকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। কবির পঙ্‌ক্তিতে উঠে এসেছে—

"গঙ্গা মল্লিক এই মঞ্চে এসে কী আশ্চর্য কবিতা বলেছে।
কথামানবীর কণ্ঠে শাহবানু, বেহুলা, দ্রৌপদী
কীভাবে গঙ্গার মধ্যে সব একাকার।
বালিকা বয়সে ওর কাকা ওকে নিয়মিত ধর্ষণ করত
দগদগে ক্ষত নিয়ে কথামানবীর মঞ্চে এখন সে বাঁচতে এসেছে।"
— ('রেডলাইট নাচ' : 'পুরুষকে লেখা চিঠি')

উদ্‌ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি দেখিয়েছেন, নারীর নির্যাতনের ইতিহাস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং যুগে যুগে, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে একই শোষণপ্রক্রিয়া নানা রূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। শাবানু, বেহুলা ও দ্রৌপদীর মতো চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন নির্যাতিত নারীর অভিজ্ঞতার সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে কবি নারীর চিরন্তন বেদনার এক সামগ্রিক চিত্র নির্মাণ করেছেন। বিশেষত বালিকা বয়সে আপনজনের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা নারীজীবনের নিরাপত্তাহীনতা এবং পারিবারিক পরিসরেও তার অসহায় অবস্থানকে প্রকট করে তোলে। তবে

কবি কেবল নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েই থেমে থাকেননি; 'মঞ্চে এখন সে বাঁচতে এসেছে'—এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি নির্যাতিত নারীর আত্মপ্রকাশ, আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। অর্থাৎ, যে নারী এতদিন নীরবতার অন্ধকারে বন্দি ছিল, সে-ই আজ নিজের ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের ভাষা অর্জন করছে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহাস ও পুরাণের প্রচলিত নারীচরিত্রগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্নির্মাণ করা। তিনি অতীতের বিস্মৃত, অবহেলিত ও কোণঠাসা নারীচরিত্রগুলিকে সমকালীন জীবনবাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর কাব্যে ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনাবলির বিবরণ নয়; বরং নারীর দীর্ঘকালীন বঞ্চনা, আত্মত্যাগ, প্রতিবাদ ও অস্তিত্বসংকটের এক জীবন্ত দলিল। এই ইতিহাসের মধ্য দিয়েই কবি নারীর অন্তর্লোককে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর 'কথামানবী' কবিতায় 'নদীমুখ' অংশে এই ইতিহাসচেতনা ও নারীর বহুমাত্রিক আত্মপরিচয়ের এক শক্তিশালী প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবি লিখেছেন—

"আমি দ্রৌপদী, রূপান বাজাজ আমরা
আমার বস্ত্রহরণ চলেছে হস্তিনাপুরে, হাওড়ায়
বুক ফাটে মুখ ফোটে না আমার এখনও
পার্টি তাড়িত পঞ্চায়েতের নেত্রী
গর্ভে নিহত কন্যাভ্রূণের রক্ত
বছর বিয়োনি মূক ও বধির ঘরণী
বৃষ্টি আমিই আগুন আমরা প্রজ্ঞা।"('নান্দীমুখ': কথা মাধবী)-এই কবিতাংশে দ্রৌপদীর মতো পৌরাণিক নারীচরিত্রের সঙ্গে সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতায় নিপীড়িত নারীর জীবন একাকার হয়ে উঠেছে। এখানে নারী কখনো ইতিহাসের সাক্ষী, কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত নেত্রী, আবার কখনো গর্ভস্থ কন্যাসন্তানের হত্যার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত জননী। 'বুক ফাটে মুখ ফোটে না আমার এখনও'—এই পঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়ে কবি নারীর দীর্ঘদিনের অব্যক্ত যন্ত্রণা, সামাজিক ভয় এবং আত্মপ্রকাশের প্রতিবন্ধকতাকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে 'গর্ভে নিহত কন্যাশিশুর রক্ত' কথাটির মধ্যে কন্যাভ্রূণ হত্যা, লিঙ্গবৈষম্য এবং নারীজন্মের প্রতি সমাজের অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে। ফলে কবিতার নারী কোনো একক ব্যক্তি নয়; সে সমগ্র নারীসমাজের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ও বেদনার প্রতীক। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ইতিহাসের অসংখ্য নিপীড়িত নারীর আর্তনাদ।

'কবিতার ঘর ও বাহির' গ্রন্থে কবি পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছিলেন- "কবিতা স্বপ্ন না সত্যি? কবিতা কোথায় পৌঁছে দিতে চাই আমাদের?..... কার মুখোমুখি হলে সবচেয়ে খুশি হয় কবিতা? যা দিনের মতো স্পষ্ট?না রাতের মত রহস্যময়ী? কবিতার কাছে পাঠকের সবচেয়ে প্রিয় প্রার্থনা কোনটা? আমাকে তৃপ্ত কর এমন সুরে, যা আমার জানা? নাকি আমাকে ঋংকৃত করো এমন গানে যা গোপন এক অজানা গগন মণ্ডলে"(১)

—-সমালোচকের অভিমতের নির্যাসে নারীসত্তা যদি রাত্রির মতই রহস্যাবৃত হয়, তবে কবির কবিতায় সেই রহস্যের অন্তরালে প্রাধান্য পেয়েছে নারীর দুঃখ, যন্ত্রণা ও অব্যক্ত হাহাকার। নারীর এই বেদনাময় অভিব্যক্তি ব্যক্তিগত পরিসর অতিক্রম করে সমষ্টিগত নারী সত্তার প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন। লেখিকা তার কবিতায় নারীর স্বতন্ত্রসত্তা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ও নিজস্ব পরিসরের অধিকারকে 'A Room of One's Own' এর ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছেন-"নারী নেমেছেন জলে। তরুণ যে শঙ্খচূড় এই দৃশ্যে মুগ্ধ
চুরি করে নিল খুলে রাখা রেশমের ডানা
.....
আমার পুরুষ, যেন দুরন্ত ছেলেকে গর্ভে নিতে পারি।
বলো সামমন্ত্র, মহিষের দুধে মুখ ধোও"
(কুরুক্ষেত্র: চল্লিশ চাঁদের আয়ু)

তাছাড়া কবি চতুর্দিকের অসঙ্গতি দেখে ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে ধিক্কার জানান এভাবেই, যার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অনাগত মেয়েরা বলেন-"পরাজিত হয়ে ফিরে এল, সব নারীদেরই এখন অদ্‌ভুত
লাগে নিজের রক্তের ফাঁস ছাড়া, নিরূপম এই বালিকাকে
কার হাতে রেখে যাব? জ্বলে গেল, সব জ্বলে গেল, বিছুটির
মতো তুই কন্যা, নিশিডাকে উঠে এসে বলি 'মেয়ে, খালি কাঁথে
থাকতে দেব না আর তোকে', এরপর চাঁদ, বিস্ফোরণ, দ্যুতি।"
('চলিশ চাঁদের আয়ু' : 'চলিশ চাঁদের আয়ু')

আসলে 'চলিশ চাঁদের আয়ু' কাব্যসংকলনে কবি যেন জীবনের বহুমাত্রিক পথ ও প্রান্তর অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এক নিরন্তর যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর এই যাত্রাপথ কখনো মসৃণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়, আবার কখনো প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। এই জীবনানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই কবির অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচন ঘটেছে। বিশেষত, তাঁর কাব্যভাবনায় পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর পুনর্নির্মাণ এবং প্রচলিত মূল্যবোধের পরিবর্তনের এক সুস্পষ্ট অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"জঙ্গলে অরণি কাঠ আনতে গেছে মা
ফাটা গোড়ালিতে যদি পাথর কুচিও বিঁধে যায়, ব্যথা হবে"
('মা' : 'চলিশ চাঁদের আয়ু')

কবিতায় 'মা' শব্দটি তিনটি স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তিতে ঘুরেফিরে এসেছে।
(ক) 'জঙ্গলে অরণি কাঠ আনতে গেছে মা'
(খ) 'মা তুমি আগুন জ্বালো। এই ডিসেম্বরের আর বাঁচব না আমি'
(গ) 'ঢেকে গেছে পাথরের দু'পাশে পাথর। মা ফিরলে ? ... মা'?

এখানে 'মা' কেবল একজন সন্তানের জন্মদাত্রী কিংবা পারিবারিক সম্পর্কের পরিচিত প্রতিরূপ নন; বরং তিনি অন্ত্যজীবী নারীর এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিসত্তা। তাঁর অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা ও প্রতিরোধের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের প্রচলিত বৈষম্য, অবদমন ও শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান এক সুদৃঢ় সংগ্রামী প্রত্যয়ের পরিচায়ক। তাই কবি উচ্চারণ করেছেন—
"ওই গর্তে এখনও কি পড়ে আছ বাঁ পায়ের পাতা?"

তদ্রূপ, কবির 'চলিশ চাঁদের আয়ু' কাব্যসংকলনের 'ঘর' কবিতাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে পারিবারিক অস্তিত্ব, নিরাপত্তাবোধ এবং আশ্রয়কেন্দ্রিক মানবিক আকাঙ্ক্ষার এক গভীর অনুরণন ধ্বনিত হয়েছে। কবি লিখেছেন—

"বাঁশের মাচান বাঁধো সঙ্গমের আগে, ঘর হবে—
পুত্র বেঁধে নেব পিঠে
নদী দৃশদ্বতী আজও বইছে সেখানে, পলি, নতুন উদ্ভিদ।
বৈবস্বত পিতা আমাদের - আশীর্বাদ করো যেন এবারের শীতে
যাযাবর হয়ে আর বেরিয়ে না পড়ি।"

('ঘর' : 'চলিশ চাঁদের আয়ু')

কাব্যের বয়ানে 'পুত্র বেঁধে নেব পিঠে'—এই উচ্চারণ স্বতন্ত্র তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাময় মাত্রা সংযোজন করেছে। কবির কাব্যচেতনায় নারীবাদের যথার্থ স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে। নারীর প্রান্তিকীকৃত অবস্থান, সামাজিক অস্তিত্ব, পারিবারিক পরিসরে তাঁর ভূমিকা এবং সামগ্রিক জীবনসংগ্রামকে কবি বিশেষ অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাংলা কবিতার জগতে এই স্বতন্ত্র কাব্যভাষা ও বিষয়নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনি এক বিশেষ আলোড়নের

সৃষ্টি করেছেন। লক্ষণীয়, কবির শব্দপ্রয়োগে 'বৈবশ্বত পিতা'—এই প্রতীকী অভিব্যক্তির মাধ্যমে যে সমাজজীবনের কাব্যিক ভাষ্য নির্মিত হয়েছে, সেখানে নারীর অবস্থান ও তাঁর অস্তিত্বের তাৎপর্য অনুসন্ধানই কবির মূল লক্ষ্য।

তেজোদীপ্তা কবির কাব্যবয়ান সুস্পষ্টভাবেই নারীবাদী চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'What is a Women' বইতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে -

"This is no attempts here to question the logic that underpins patriarchal metaphysics, or to contest the very meaning of terms such as mosculine/feminine, reason/emotion, and so on keller's and Bordo's timidity contracts sharply with Helene circous's deconstructive onslaught on the very same Oppositions: -
What is she?
Activity/passivity
Sun/Moon
Culture/Nature
Father/Mother
Head/ Heart
Intelligible/Palpoble
Logos/Pathas
Form, conven, step, advance, semen, progress
Matter, concave, ground where steps one taken, holding and dumping ground
Man
Woman"(2)

পাশ্চাত্য নারীবাদী চেতনার অনুষঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শন ও সমাজকাঠামোর মধ্যে নারীর অস্তিত্বগত সংকট এবং আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন কবি।
কবিতার নান্দনিকতা কেবল মধুর, কোমল ও মনোরম অনুভূতির প্রকাশে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং জীবনের রূঢ়, কঠিন ও নির্মম বাস্তবতার প্রত্যক্ষ উন্মোচনের মধ্য দিয়েই তার প্রকৃত শিল্পসৌন্দর্য ও গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত, যে সমাজব্যবস্থা নারীকে সামাজিক, পারিবারিক ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তার স্বাধীন সত্তা, আত্মমর্যাদা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিকাশকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করে, সেই নির্মম বাস্তবতাই কবিতার বিষয়বস্তুতে এক ভিন্নতর নান্দনিক মাত্রা সংযোজন করেছে।তাই কবি মাটির দেয়ালে তীর-ধনুকের প্রতীক এঁকে দেন, যা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদী চেতনা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। সেই প্রতীকী চিহ্ন থেকেই যেন জন্ম নেয় এক নতুন দ্বীপ—যেখানে নারী নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে/আমি তোমাকে করেছি রচনা'। এই আপন মনের মাধুরীর বদলে মেয়েরা চায় নিজস্ব হক-
"শত শরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও
অগ্নিদেবতা আমার প্রথম স্বামী ছিল সোম
দ্বিতীয় দেবতা না, গন্ধর্ব, তৃতীয় অগ্নি
তুমি, যে আমাকে মানুষ স্বামীর হাতে তুলে দেবে।"

(অগ্নি প্রদক্ষিণ: সোহাগ শর্বরী)

কবিতার অন্তর্নিহিত শূন্যতা ও নারীর অস্তিত্বসংকটের অনুভব শেষ পঙ্‌ক্তিতে এক বহুস্বরিক প্রতিবাদী অভিব্যক্তি লাভ করেছে—'তুমি যে আমাকে মানুষ স্বামীর হাতে তুলে দেবে।' এই পঙ্‌ক্তিতে কবির অসাধারণ উপমা প্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষাশৈলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আড়ম্বরহীন অথচ তীব্র তাৎপর্যপূর্ণ শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে কবি যেন প্রতিবাদের অস্ত্র ধারণ করেই কবিতা রচনা করেছেন। কবির মনোলোকে ক্রিয়াশীল প্রতিবাদী সত্তা নারীর প্রতি আরোপিত সামাজিক অনুশাসন, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য এবং প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। নারীর আত্মমর্যাদা, অধিকার ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এই অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদী চেতনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে কবিতার 'অগ্নি প্রদক্ষিণ' নামকরণে।

কবিতার প্রচলিত পরম্পরা, শিল্পরীতি ও ভাষার গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করে কবি এক স্বতন্ত্র প্রতিবাদী কাব্যসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সচেতনভাবেই তিনি পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বেড়াজাল ভেঙে নারীর নিজস্ব অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রকাশের এক স্বাধীন কাব্যভুবন নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে কবিতার বয়ান ও প্রকাশভঙ্গিতেও ঘটেছে এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। সম্ভবত 'সোহাগ শর্বরী' থেকেই এই স্বতন্ত্র প্রতিবাদী কাব্যযাত্রার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে।

'আমি জল'কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

"তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলে বলে
বলে গেছি নদী হয়ে গেছি
এখন আমার জলে ছায়া
নগ্ন পুরুষের কে কে তুমি?
তোমার ঔরস গন্ধ ধুয়ে
দিই তরল শরীল নেড়ে
আর আমি মাতাল ঢেউ হয়ে
তোমার কোমরে মাথা কুটি
আমি যে অক্ষম, শরীরের
সব ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে
তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলে বলে"

— 'আমি জল' কবিতাটিতে কবি অত্যন্ত সহজ-সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের মধ্য দিয়ে নারীর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি, নীরব অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্লোকের গভীর আবেগকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। কবিতার ভাষায় কোনো কৃত্রিম আড়ম্বর বা অলংকারের বাহুল্য নেই; বরং সহজ ভাষার অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে নারীর দীর্ঘদিনের অবদমিত যন্ত্রণা, অভিমান ও অস্তিত্বের সংকট। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে কবি নিজের কাব্যভুবন নির্মাণ করেননি; বরং নারীর নিজস্ব অনুভব, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে এক স্বতন্ত্র কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছেন। ফলে কবিতায় নারীর আত্মকথন একান্ত নিজস্ব স্বর ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। বিশেষত, 'তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলে বলে'—এই শেষ পঙ্‌ক্তিটির পুনরাবৃত্তি নারীর অসহায়তা, মানসিক ক্ষত এবং পুরুষের ক্রোধের কাছে তার অবদমিত অবস্থানকে গভীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে। এভাবেই কবি নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর অস্তিত্বের সংকট ও প্রতিবাদী সত্তাকে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন- "মল্লিকার মত কবির কাছে কবিতা শুধুমাত্র শিল্পিত প্রকাশ নয়, তার দৃশ্য ও অদৃশ্য লৈঙ্গিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধের ও ঘোষণা।" (৩)

তার সার্থকতা কবির কাব্যজগতের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। লিঙ্গনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী কবি সময়ের পরিবর্তনশীল স্রোতকে তাঁর কবিতার অন্তঃসলিলায় ধারণ করে আগত সময়ের দ্বন্দ্ব, সংকট ও সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে কবিতাকে এক স্বতন্ত্র মাত্রায় অলংকৃত করেছেন। কবিতার প্রচলিত আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে এক অভিনব নবনির্মাণ। রহস্যময়তার আবরণ অতিক্রম করে তাঁর কবিতায় ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী নারীস্বর।

'আমি সিন্ধুর মেয়ে' কাব্যগ্রন্থে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তকে এমন একজন নারী কবি হিসেবে উপলব্ধি করা যায়, যাঁর কাব্যভাষা প্রতিবাদে সোচ্চার এবং আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আপসহীন। নারীর স্বকীয় কাব্য পরিসরে এক দৃপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নির্মাণ করতে গিয়ে কবি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা ও সংস্কারকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছেন এভাবে-

"আমরা তো জানি পৃথিবী রমনী আকাশ আদিম পুরুষ
তবে কেন তুমি আমার দুহাতে সকল পরিয়ে রেখেছো
হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?
যে মাটিতে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো তার অপমান কোরো না
পুরুষ, আমি তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি।"

কবিতার কাব্য ভাষায় এমন কিছু হৃদয়স্পর্শী উচ্চারণ সংযোজন করেছেন, যার প্রতিটি শব্দে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সময়ের সত্যকে কবিতার অবয়বে রূপ দেওয়ার সচেতন প্রয়াস।

নারী জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবিতার অসহায়ত্ব, বঞ্চনা ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে চিহ্নিত করেছেন। তাই তার কাব্যভাষায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হিংস্র ও নির্লজ্জ মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রুপ ধ্বনিত হয়েছে।"ঢিল মারছে গ্রামের মানুষরা
নষ্ট মেয়ে মেরে তারাও বর তুলেছে পঞ্চায়েত
আম্রপালী ঘুরে তাকায় দেখে
এরা সবাই রাতনাগর, ওই মন্দ, ওই যে শ্যাম সব
এরাই তাকে নামিয়ে ছিল চোরাবালির ফাঁদে
গণিকালয়, মীনা বাজার তৈরি করে কারা?
প্রতি যুগেই ইন্দ্র কেন উর্বশীর অধীশ্বর হন?
আম্রপালী প্রশ্ন করে, প্রশ্ন মুছে যায়-"
('আম্রপালী': হাঘরে ও দেবদাসী)

কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র'প্রবন্ধ গ্রন্থের কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "না, ভুল বলেছি, আমি মানুষী, আপাদমস্তক একটি মেয়ে। মানুষ এবং মানুষী আলাদা। সমাজ এই পার্থক্যটা বারবার চালু রেখেছে লিঙ্গ রাজনীতির কারণে। আর আমি চালু রাখতে চাই রাজনীতিটা চিনিয়ে দেবার জন্য। নারী ও পুরুষ আলাদা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আলাদা বলেই একটি পুরুষ এসে আমার স্মৃতিতে রক্তচিহ্ন এঁকে দিয়ে ঘোষণা করবে-এই মেয়েটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। হাতে, গায়ে, গলায়, নাকে সর্বত্র শেকল পরিয়ে দেবে আর সেই শৃঙ্খলকে ভালবেসে আমরা বলবো অলংকার? অক্ষয় সিঁদুর আর সোনার গয়নার উপকথার বেদনা ও প্রতিবাদ আমার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।"(৪)

'ধর্ষণের দেশে' কবিতায় কবি সমকালীন সময়ের নৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় এবং মানুষের বিবেকহীন প্রবণতাকে গভীর ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন। স্বার্থান্বেষী মানসিকতা ও ক্ষণিক সুখলাভের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা কীভাবে মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে, কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবনায় সেই বাস্তবতাই বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে-
"আমার প্রতিবাদের ভাষা নগ্নতা নগ্নতা
কখনও আমি আগুন আমি তরল খরস্রোতা
যে দেশে মেয়ে জন্মেছিল সেই দেশ ধর্ষকের
মানুষজন ভুলেই গেছে সময় আজ শোকের
কখনও আমি সত্যবতী, আগুনডিভির মেয়ে
কখনও একা ইম্ফলের বিদ্রোহিনী মেয়ে
ধর্ষণের স্ট্যাটিসটিক্স ও ঘরে পরে কাঁদে
পাতা উলটে লোকে বলছে আসল দোষ কাদের
.....
আমার প্রতিবাদের ভাষা নগ্নতা নগ্নতা
মনিপুরের আগুনে আমি জ্বালাব কলকাতা।"
(ধর্ষণের দেশে: ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে)
নারীর নিজস্ব প্রতিবেদনে তৈরি করতে প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও সংস্কারের শেকল ভাঙতে হয় তাঁকে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ক্লদিন হেরমানের একটি মন্তব্য- "Man has been raised in order to function, in order to address the world like tent destined to find its reader while women was elected to constitute a metaphorical other world, a repose of thought which steps aside in order to dream for an instant ."(৫)সুতরাং নারীর আত্মপ্রতিষ্টার প্রথম শর্তই হল বিনির্মাণের পথ নির্বাচন করা এবং বাস্তব ও রূপক-প্রতীকের মধ্য দিয়ে কাঙ্খিত এক স্বতন্ত্র জগত নির্মাণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারী কেবল আবেগ, প্রেম কিংবা সৌন্দর্যের প্রতিরূপ নয়; বরং সে এক স্বতন্ত্র সত্তা, আত্মসচেতন অস্তিত্ব এবং প্রতিবাদী চেতনার অধিকারী মানুষ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত আধিপত্য, সাংস্কৃতিক অনুশাসন ও বৈষম্যমূলক মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কবি নারীর নিজস্ব জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রকাশের এক স্বতন্ত্র কাব্যভুবন নির্মাণ করেছেন। তাঁর কবিতায় ইতিহাস ও পুরাণের বিস্মৃত নারীচরিত্র সমকালীন নারীজীবনের সঙ্গে নতুন তাৎপর্যে সংযুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও প্রান্তিক নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণা, অস্তিত্বসংকট এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কাব্যিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে।তাঁর কাব্যভাষার সহজতা, বিষয়নির্ভরতা, প্রতীকী ব্যঞ্জনা এবং প্রচলিত কবিতার বয়ান ভেঙে নতুন প্রকাশভঙ্গি নির্মাণের প্রবণতা তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। বিশেষত, 'সোহাগ শর্বরী', 'চলিশ চাঁদের আয়ু', 'কথামানবী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় নারীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধান ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতার প্রতিবাদ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং সেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে, যা নারীকে দীর্ঘকাল অধীনতা ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে।অতএব, মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতাকে নিছক নারীবাদী বক্তব্যের প্রকাশ হিসেবে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর কবিতা নারী-অস্তিত্বের পুনরাবিষ্কার, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিক মানবিক মুক্তির এক সৃজনশীল শিল্পভাষ্য। প্রচলিত কাব্যপরম্পরার সীমা অতিক্রম করে তিনি বাংলা কবিতায় যে স্বতন্ত্র প্রতিবাদী নারীস্বরের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সমকালীন বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সূত্রনির্দেশ

১. পত্রী, পূর্ণেন্দু। কবিতার ঘর ও বাহির। দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। পৃ-১১
২. Moi, Toril. What Is a Woman? Oxford University Press, 1999, p. 355.
৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে। পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০৭,পৃ-১৯১।
৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র'। বিকাশ গ্রন্থভবন, জানুয়ারি ২০০২,পৃ-৯।
৫.ভট্টাচার্য, তপোধীর। 'নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে' পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ-১৩৩।

সহায়ক গ্রন্থ

১.সেনগুপ্ত,মল্লিকা,'চল্লিশ চাঁদের আয়ু',ভাইরাস পাবলিকেশন,কৃষ্ণনগর,১৯৮৩।
২.সেনগুপ্ত,মল্লিকা, 'সোহাগ-শর্বরী', অভিমান, হাওড়া,১৯৮৫।
৩.সেনগুপ্ত,মল্লিকা, 'কথামানবী',আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৯৯।
৪.সেনগুপ্ত,মল্লিকা, 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৯।
৫. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'মল্লিকা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা' দেশ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৫।